দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ০৩ ... ২০০২
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

ঢাবি খোলার আগেই ক্যাম্পাসকে অশান্ত করার তৎপরতা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস খোলার পর শান্ত ক্যাম্পাসকে পুনরায় অশান্ত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে একটি মহল। দীর্ঘদিন বন্ধের পর আগামী ১২ সেপ্টেম্বর খুলে দেয়া হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অভিযোগ পাওয়া গেছে, বুয়েটের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরই ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে মহলবিশেষের নানা ধরনের পরিকল্পনা। বাম ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, ক্যাম্পাস খোলার পর বিভিন্ন দাবীতে মিছিল-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হবে। বুয়েট ইস্যুতেও ক্যাম্পাসে আন্দোলন করা হবে। নির্যাতনবিরোধী ছাত্রঐক্যের ব্যানারেও বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হবে। এ কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়ে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলার জন্য নানামুখী চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কতিপয় স্বার্থান্বেষী এনজিও এতে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাসহ বিভিন্নভাবে মদদ দিচ্ছে। সরকারী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে তাদের রিপোর্ট দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রত্যাহার এবং প্রক্টরিয়াল আইন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কিন্তু

৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাবি ক্যাম্পাস প্রথম পৃষ্ঠার পর

এতদসত্ত্বেও বাম ছাত্র সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে এবং পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন দাবীতে ক্যাম্পাস খোলার পর মিছিল-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করবে। বুয়েটসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও আন্দোলন চলবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের ব্যানারেও বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হবে। বাম ছাত্র সংগঠনের এই আন্দোলন পরিকল্পনার পেছনে অন্য কোন চক্রান্ত আছে বলে গোয়েন্দা সূত্র উল্লেখ করেছে। সূত্রমতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকও এতে সমর্থন যোগাতে পারেন। সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোও এ আন্দোলনের পেছনে ইন্ধন যোগাবে। আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাসহ বিভিন্নভাবে মদদ দিচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী এনজিও।

এদিকে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কার্যক্রম এখনো সক্রিয় না করায় ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি। প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলো এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ইউসুফ হায়দার এ প্রতিবেদককে জানান, 'ক্যাম্পাস পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ এস এম আতিকুর রহমান বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অশান্ত করার জন্য কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের আন্দোলন জিইয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটি মহলের প্ররোচনায় এ কাজ করার চেষ্টা চলছে'।

ছাত্র- ইউনিয়নের সভাপতি শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাভাবিকভাবে চলুক। সেশনজট মুক্ত হোক।